ইউনিট ১

অর্থশাস্ত্রের ধারণা

Concepts of Economics

বর্তমানে অর্থশাস্ত্র বা Economics বলতে আমরা জ্ঞানের যে শাখা দেখি তা বহু বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই পর্যায়ে এসেছে। অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গেলে তাই এর বিকাশের ধারাটি অনুধাবন করা দরকার। সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান কালেও অর্থশাস্ত্র সর্বজনসম্মত একক জ্ঞানের শাখা নয়। এর মধ্যে আছে বহুমত, বহু পথ। সেগুলো সম্পর্কেও কিছু ধারণা থাকা দরকার। প্রথম ভাগে আমরা এই বিষয়গুলোকেই আলোচনা করবো। এখানে থাকবে অর্থশাস্ত্রের ধারণা, এর বিকাশ ধারা, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাজন, বাজার, সরকার সম্পর্কিত ধারণা ইত্যাদি বিষয়ের বিশ্লেষণ।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে :

❒ পাঠ-১. **অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক পরিচয়**
❒ পাঠ-২. **বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা**
❒ পাঠ-৩. **অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাজন**
❒ পাঠ-৪. **বাজার ও বাজার অর্থনীতি**
❒ পাঠ-৫. **বাজারের অক্ষমতা ও সরকার**

পাঠ - ১

অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক পরিচয়

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –
- ◆ *অর্থশাস্ত্র কি*
- ◆ *অর্থশাস্ত্র কিভাবে বিকশিত হয়েছে*
- ◆ *অর্থশাস্ত্রের প্রধান ধারাগুলো কি*

অর্থশাস্ত্র কি

অর্থশাস্ত্র কাকে বলা যাবে সেটা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা কখনও একমত হতে পারেননি। তবে এর আলোচনা ও বিশ্লেষণের এলাকার অনেকগুলো দিক সম্পর্কে অনেকেই একমত।

এ্যাডাম স্মীথ বলেছিলেন, "অর্থশাস্ত্র হলো সম্পদ নিয়ে আলোচনার বিজ্ঞান।" জন স্টুয়ার্ট মিল মনে করেন, "অর্থশাস্ত্র সম্পদের স্বরূপ এবং তার উৎপাদন ও বিতরণের নিয়মাবলী আলোচনা করে।"

১৮২০ সালের ৯ অক্টোবর ম্যালথাসের কাছে লেখা এক চিঠিতে রিকার্ডো যা বলেছিলেন তা অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা দাঁড় করানোর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। বলা দরকার যে, তাঁদের সময়ে অর্থাৎ ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের সময়ে, বর্তমান সময়ে যাকে বলা হয় অর্থশাস্ত্র বা Economics তাকে বলা হতো রাজনৈতিক অর্থনীতি বা Political Economy। তিনি বলেছিলেন, "আপনাদের মতে রাজনৈতিক অর্থনীতি হল সম্পদের প্রকৃতি এবং কারণ অনুসন্ধান– আমি মনে করি একে বলা উচিত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে বিধি উৎপাদনের বিভাজন নির্ধারণ করে তাকে অনুসন্ধান করা। পরিমাণ দিয়েই কোন বিধি দাঁড় করানো যায় না, কিন্তু অনুপাত থেকে মোটামুটি সঠিক একটি বিধি দাঁড় করানো যায়। দিনে দিনে আমি আরও বেশি বেশি করে বুঝতে পারছি যে, আগের অনুসন্ধানটি অর্থহীন ও বিভ্রান্তিকর এবং পরেরটিই কেবলমাত্র বিজ্ঞানের কাছে গ্রহণযোগ্য।"[১] অর্থাৎ রিকার্ডোর এই বক্তব্য অনুযায়ী অর্থশাস্ত্রের মূল কাজ হল অর্থনীতির ভেতরের সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার সুবাদে সম্পদ বিতরণের বিধি অনুসন্ধান।

রিকার্ডোর বক্তব্য অনুযায়ী অর্থশাস্ত্রের মূল কাজ হল অর্থনীতির ভেতরের, সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার সুবাদে সম্পদ বিতরণের বিধি অনুসন্ধান।

আলফ্রেড মার্শাল বলেন, "অর্থশাস্ত্র একদিকে যেমন সম্পদের বিজ্ঞান তেমনি অন্যদিকে এটি আরও গুরুত্বের সঙ্গে মানুষ অধ্যয়নের বিজ্ঞান। এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে।" লায়নেল রবিন্স সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন এভাবে, "অর্থশাস্ত্র হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যেটি লক্ষ্য এবং বিকল্প ব্যবহারের সীমিত উপায়ের সম্পর্ক হিসেবে মানুষের কার্যকলাপ আলোচনা করে।"

[১] "Political Economy you think is an enquiry into the nature and causes of wealth- I think it should be called an enquiry into the laws which determine the division of the produce of industry amongst the classes who concur in its formation. No law can be laid down respecting quantity, but a tolerably correct one can be laid down respecting proportions. Everyday I am more satisfied that the former enquiry is vain and delusive, and the latter only the true objects of the science." Keynes, *General Theory, P-4*

স্যামুয়েলসন বলেন, "অর্থশাস্ত্র হচ্ছে এমন একটি অধ্যয়নশাস্ত্র যেটি ব্যক্তি ও সমাজ কিভাবে অর্থের ব্যবহার করে কিংবা না করে, উৎপাদনশীল সম্পদ যার বিকল্প ব্যবহার সম্ভব তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে এবং তা বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে বিতরণ করে তার পর্যালোচনা করে।"

বস্তুত: অর্থশাস্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করে। আর এই অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রধানত: চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: উৎপাদন, ভোগ, বিতরণ ও বিনিময়। অর্থশাস্ত্র তা যে পর্যায়েই হোক এই চারটি কাজকেই অধ্যয়নের মূল বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করে। তবে এই অধ্যয়ন যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

অর্থশাস্ত্র কিভাবে বিকশিত হয়েছে

মানুষ যখন থেকে উৎপাদন শুরু করেছে তখন থেকেই তার অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তার শুরু। কি উৎপাদন করতে হবে, কিভাবে উৎপাদন করতে হবে, কার জন্য উৎপাদন করতে হবে এসব চিন্তারও সূত্রপাত তখনই। মানুষের জীবন যাপন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, উৎপাদন করবার উপকরণ সবকিছুই ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। উৎপাদনের আয়তন বেড়েছে, উৎপাদনে বৈচিত্র্য এসেছে। উৎপাদনের লক্ষ্য এক থাকেনি। এসব ক্ষেত্রে কখনো আস্তে আস্তে, কখনো ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন এসেছে তার কারণে অর্থনীতি বিষয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

এক সময় ছিল যখন মানুষ যৌথভাবে জীবনযাপন করতো, যা কিছু উৎপাদন বা আহরণ হতো তা পরিমাণেও ছিল অল্প আর যতটুকু ছিল তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়াতেই তারা অভ্যস্ত ছিল। কালক্রমে মানুষের একদিকে উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ে, সম্পদ বাড়ে, অন্যদিকে মানুষের মধ্যে যৌথ জীবনযাপনের আদিপর্বও শেষ হয়, দেখা দেয় তাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ। একে একে মানুষ নানারকম অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। উৎপাদনের ধরন কিংবা উৎপাদনের লক্ষ্যে অনেক পরিবর্তন হয়। প্রযুক্তির বিকাশ হয়, উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ে। এসব কারণে অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। তার বিকাশ ঘটেছে, অর্থনীতি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য, অনেক গভীরতা এসেছে।

আমরা যে অর্থশাস্ত্রকে সবচাইতে শক্তিশালী বা প্রভাবশালী হিসেবে দেখি সেটাকে অনেক সময় ভুলক্রমে এরকম মনে করা হয় যেন অর্থনীতির এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা, কিংবা অর্থশাস্ত্রের যেন একধরনের ব্যাখ্যাই বরাবর ছিল। কিন্তু তা ঠিক নয়।

এখানে আরেকটি কথা বলা দরকার যে, মানুষের ইতিহাসে অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থা যেমন একটি নয় বহু; তেমনি অর্থনীতি বিষয়ক তত্ত্ব বা অর্থশাস্ত্রও একটি নয়, বহু। আজকে আমরা যে অর্থনীতির (economy) মধ্যে বসবাস করি তাকে অনেক সময় এরকমভাবে বলা হয় যেন মানুষ চিরকাল এই রকম একটি ব্যবস্থাতেই বসবাস করছে। আজকে আমরা যে অর্থশাস্ত্রকে (economics) সবচাইতে শক্তিশালী বা প্রভাবশালী হিসেবে দেখি সেটাকে অনেক সময় ভুলক্রমে এরকম মনে করা হয় যেন অর্থনীতির এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা, কিংবা অর্থশাস্ত্রের যেন একধরনের ব্যাখ্যাই বরাবর ছিল। কিন্তু তা ঠিক নয়।

আমরা আগেই বলেছি যখন থেকে মানুষ উৎপাদন করছে তখন থেকেই তার কি উৎপাদন করা দরকার, কিভাবে উৎপাদন করা দরকার, কিভাবে তার বিতরণ হবে, কে কি ভোগ করবে, মালিকানা কি হবে ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করছে। এই চিন্তা থেকেই জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, নানা সূত্রাবলী। এগুলোই অর্থনৈতিক তত্ত্ব। তবে এসব চিন্তা এবং তত্ত্ব আগে ছিল অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন।

এসব বিষয়ে গোছানো এবং লিখিত গ্রন্থ হিসেবে প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ হল: *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র।* এটি লিখিত হয়, প্রাচীন ভারতে, এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। মৌর্য সাম্রাজ্যের চন্দ্রগুপ্তের সময়ে। এর বাংলা অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে কলকাতায়।[২] অর্থনীতি বিকাশের মাত্রার কারণেই সেসময় অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনায় বিশেষায়ন মাত্রা ছিল কম। অন্য অনেক বিষয়ও এখানে অর্থশাস্ত্রের আলোচনারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপরও বহুদিন পর্যাপ্ত জ্ঞানচর্চার মধ্যে আমরা এই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। দীর্ঘ সময় ধরে জ্ঞানচর্চায় আরেকটি বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে

[২] অনুবাদ করেন ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক

উল্লেখযোগ্য, সেটি হল ধর্মের কাঠামোর মধ্যেই জ্ঞানচর্চা। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র বা তৎকালীন গ্রীসে জ্ঞানচর্চা অবশ্য ধর্মীয় কোন কাঠামোর মধ্যে হয়নি। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। সেজন্য অর্থনীতি বিষয়ক জ্ঞানচর্চার একটি বড় অংশ আমরা পাই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে। এছাড়া রাজদরবারের নির্দেশ-হুকুমনামা, নীতিমালা, রাজ-পন্ডিতদের মতামত ইত্যাদিও দীর্ঘসময় অর্থশাস্ত্রের ভিত্তি ছিল।

বর্তমান অর্থশাস্ত্রের বিকাশ ধারা

শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপে যে অর্থনৈতিক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলো আসে তাতে অন্যান্য জ্ঞান শাখার পাশাপাশি অর্থশাস্ত্র চর্চাও ধর্ম ও রাজদরবারের বাইরে চলে আসে।

শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপে যে অর্থনৈতিক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলো আসে তাতে অন্যান্য জ্ঞান শাখার পাশাপাশি অর্থশাস্ত্র চর্চাও ধর্ম ও রাজদরবারের বাইরে চলে আসে। মার্কেন্টাইলিস্ট এবং ফিজিওক্র্যাটদের ধারণাগুলোর বিশ্লেষণ এবং বিকাশ সাধন করে সুসংগঠিতভাবে নতুন পর্যায়ে অর্থশাস্ত্র চর্চার সূচনা করেন এ্যাডাম স্মীথ (Adam Smith, 1723-90)। তাঁর প্রধান গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ সালে, নাম : *An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*। এরপর অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে যাঁর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয় তিনি হলেন ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo, 1772-1823)। কাছাকাছি সময়ের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের মধ্যে আছেন : ম্যালথাস (Thomas Robert Malthus, 1766-1834), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill, 1806-73)। এঁদের সবার অবস্থানে অনেক পার্থক্য থাকলেও তাঁদের পদ্ধতিগত অনেক মিলও আছে। সেজন্য তাঁদের মতবাদকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় ক্ল্যাসিকাল ধারা (Classical School)।

শিল্প বিপ্লবোত্তর পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকশিত হতে থাকলে অর্থনীতি বিশ্লেষণের পদ্ধতি প্রকরণে নতুন নতুন উপাদানের চাহিদা তৈরি হয়, যুক্তও হতে থাকে। ১৮৭০-এর দশকে প্রান্তিকতাবাদী বলে পরিচিতরা বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নতুন অনেক বিষয় নিয়ে আসেন। এগুলোর সমন্বয়, বিকাশ ও তাকে সুসংহতভাবে উপস্থাপন করেন আলফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall, 1842-1924)। তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯০ সালে, *Principles of Economics* (1890)। মতাদর্শিকভাবে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে অভিন্ন অবস্থান থাকলেও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নতুন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেন তিনি এবং তাঁর কাছাকাছি সময়ের প্রান্তিক অর্থনীতিবিদরা। তাঁকে প্রান্তিক অর্থনীতিবিদসহ তাঁর এই ধারাকে আখ্যায়িত করা হয় নয়া ক্ল্যাসিকাল (Neo-classical School) ধারা হিসেবে। আলফ্রেড মার্শালের মাধ্যমেই বিশেষভাবে ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্রের (Micro Economics) সূচনা হয়। বর্তমানে এই নয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রই মূলধারা হিসেবে বিবেচিত হয়।

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের ধারাবাহিকতায় শুরু করেও অর্থশাস্ত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ধারার সূচনা করেন কার্ল মার্কস (Karl Marx, 1818-1883)। তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে, *Das Capital*। অন্য ধারার অর্থনীতিবিদরা যেখানে পুঁজিবাদকে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করেন সেখানে মার্কস একে দেখেছেন আগের ব্যবস্থাগুলোর মতোই পরিবর্তনশীল একটি ব্যবস্থা হিসেবে। যদিও পুঁজিবাদের গভীর গতিশীল বিশ্লেষণই মার্কসের অর্থনীতি বিষয়ক কাজের মূল দিক কিন্তু তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদ-উত্তর উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণী ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বিশ শতকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্ল্যাসিকাল ও নয়া ক্ল্যাসিকাল বিশ্লেষণ কাঠামো বড় ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয় ২০ দশকের শেষে। সে সময় ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মহামন্দা দেখা যায়। মহামন্দা ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকলে ক্ল্যাসিকাল ও নয়া ক্ল্যাসিকাল ধারার বিশ্লেষণের ভিত্তি– বাজারের স্বয়ংক্রিয়তা, অদৃশ্য হস্ত এবং অবাধ অর্থনীতির যাবতীয় ধারণা এই সমস্যার সমাধানে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়। দেখা যায়, শুধু বাজার নিজে নিজে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট দূর করতে পারে না, সেখানে আরও কিছু বহিঃস্থ উদ্যোগের প্রয়োজন। রাষ্ট্রের ভূমিকা এখানে

বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেইনসের (John Maynard Keynes, 1883-1946) তত্ত্ব তখন এই বিষয়ের উপরই গুরুত্ব দেয় এবং অর্থশাস্ত্রে নতুন একটি ধারার সূচনা করে। তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে, *The General Theory of Employment, Interest and Money*।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে অর্থশাস্ত্রের আরও অনেক বিকাশ হয়। অর্থশাস্ত্রের মধ্যে বহু শাখা প্রশাখার উদ্ভব হয়। তবে খেয়াল করলে দেখা যাবে, এর সবগুলোই আগে বর্ণিত কোন না কোন ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রধান ধারাগুলোর কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সারসংক্ষেপ নিচে দেয়া হলো। এখানে আমরা যদি অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণের বিষয়াবলীকে ১. সম্পদের উৎস, ২. বিশ্লেষণের এলাকা, ৩. আয় বিতরণ এবং ৪. অর্থনীতির গতি এই চারটি ভাগে ভাগ করি তাহলে প্রধান চারটি ধারার পার্থক্যগুলো বোঝা আমাদের জন্য সহজ হয়।

ছক ১ : অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন ধারার কেন্দ্রীয় বক্তব্য- সারসংক্ষেপ

	ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্র	মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র	নিও ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্র	কেইনসীয়
সম্পদের উৎস	শ্রম	জীবিত ও মৃত শ্রম	উপযোগ	চাহিদা ও যোগান
বিশ্লেষণের এলাকা	জাতীয়	সামগ্রিক	একক	সামষ্টিক
আয় বিতরণ	সমাজের তিনটি শ্রেণী-ভূস্বামী, পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে খাজনা, মুনাফা এবং মজুরী হিসেবে	মালিকানা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে, শ্রেণী ভারসাম্য অনুযায়ী	প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী	কর্মসংস্থান অনুযায়ী
অর্থনীতির গতিমুখ	একটি পর্যায়ের পর স্থবিরতা	পুঁজিবাদের ভেতরেই উন্নততর ব্যবস্থার শর্ত তৈরি, যার বাস্তবায়ন মানুষের সামষ্টিক উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল।	একটানা সুসমন্বিত বিকাশ	দীর্ঘমেয়াদে সবাই মৃত

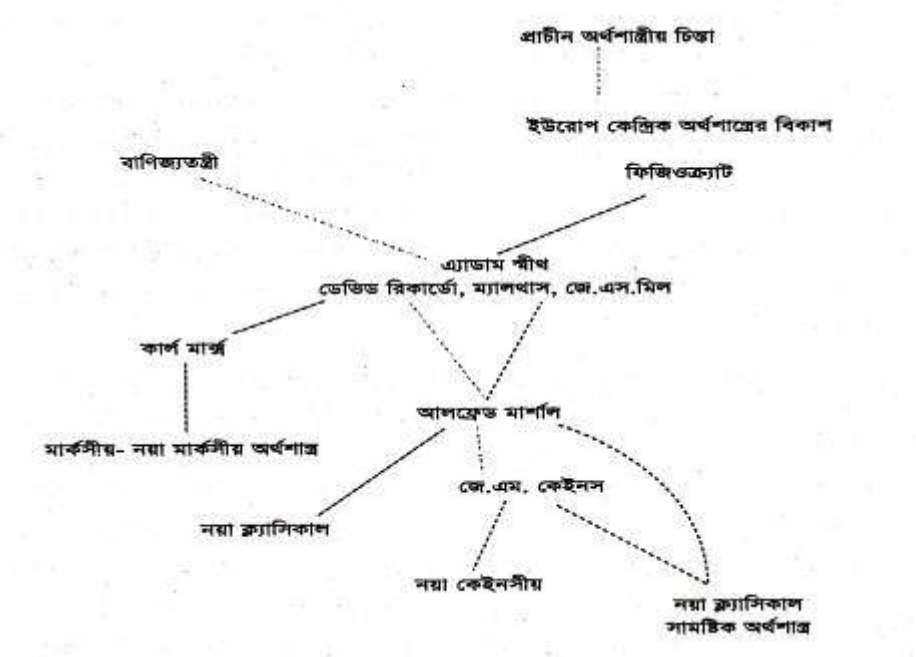

চিত্র ১.১ : অর্থশাস্ত্রের প্রধান ধারাসমূহ

সারসংক্ষেপ

শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপে যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো আসে তাতে অন্যান্য জ্ঞান শাখার পাশাপাশি অর্থশাস্ত্র চর্চা ধর্ম ও রাজদরবারের বাইরে চলে আসে। সেই সময়কাল থেকে অর্থশাস্ত্রের যে বিকাশ হয় আমরা তার প্রধান চারটি ধারার সন্ধান পাই। সেগুলো হল: ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্র, মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র, নিওক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্র ও কেইনসীয় অর্থশাস্ত্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কৌর্টিলীয় অর্থশাস্ত্র কোন্ সময়ের রচনা?
   ক. উনিশ শতকে — খ. এই বছরে
   গ. প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে — ঘ. মহাযুদ্ধের সময়

২. ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রে সম্পদের উৎস হচ্ছে:
   ক. শ্রম — খ. উপযোগ
   গ. জীবিত ও মৃত শ্রম — ঘ. চাহিদা ও যোগান

৩. আলফ্রেড মার্শাল যে ধারার অর্থনীতিবিদ-
   ক. ক্ল্যাসিকাল — খ. নিওক্ল্যাসিকাল
   গ. মার্কসীয় — ঘ. কেইনসীয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের মূল বিষয় কি?

২. অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন ধারায় কেন্দ্রীয় বক্তব্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. "অর্থশাস্ত্র" প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করুন।

২. ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের আগে বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থশাস্ত্র বিষয়ক চর্চার ধরন কেমন ছিল?

৩. ইউরোপে অর্থশাস্ত্রের বিকাশে কাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ? সে সম্পর্কে একটি কালানুক্রমিক পর্যালোচনা লিখুন।

পাঠ - ২

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –
- *অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়*
- *এ পর্যন্ত মানব সমাজে কি কি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেখা গেছে*
- *বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল পার্থক্যগুলো কি*

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়?

কখনো একা কখনো আরও অনেকের সঙ্গে মানুষ যেসব কাজ করে তার মধ্যে উৎপাদন, ভোগ, বিতরণ, বিনিময় খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের জন্য এবং নিজের বিকাশের জন্য অনেকরকম তৎপরতায় শামিল হয়। এসবের মধ্যে গিয়ে মানুষ আরও অনেক মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। এভাবে কখনো একা কখনো আরও অনেকের সঙ্গে মানুষ যেসব কাজ করে তার মধ্যে উৎপাদন, ভোগ, বিতরণ, বিনিময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজগুলোকে একসঙ্গে অর্থনৈতিক কাজ বলে। এই কাজগুলো সকল মানুষ সকল সময়ে একই রকম করতে পারে না। কি উৎপাদন হবে, কিভাবে উৎপাদন হবে, কার জন্য উৎপাদন হবে এসব বিষয় সকল সময়ে একই থাকে না। পার্থক্যটা তাহলে কিভাবে তৈরি হয়? পার্থক্যটা তৈরি হয় প্রধানত: মালিকানা ব্যবস্থার জন্য, এরসঙ্গে সামাজিক নানা নিয়ম-কানুন, বিধিমালা ইত্যাদিও কার্যকর হয়। এই যে মালিকানা ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কাজ করে তাকে এক কথায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা যায়।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বয়স কাটায় কাটায় বলা যায় না কারণ কোন ব্যবস্থার হঠাৎ করে উদ্ভব হয় না, তা একটি লম্বা সময় ধরে গড়ে উঠতে থাকে।

আমরা বর্তমানে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছি তাকে সাধারণভাবে বলা হয় 'বাজার অর্থনীতি'। তবে এর আরেকটি নাম আছে, সেটি হল : পুঁজিবাদ। কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বয়স কাটায় কাটায় বলা যায় না কারণ কোন ব্যবস্থার হঠাৎ করে উদ্ভব হয় না, তা একটি লম্বা সময় ধরে গড়ে উঠতে থাকে। তারপরও মোটামুটি হিসাব করলে বলা যায় যে, বর্তমান এই ব্যবস্থার বয়স বড়জোর তিনশ' বছর। এর আগে হাজার হাজার এমনকি লক্ষ বছর মানুষের অন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেটেছে। সেসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। সবদেশে সেগুলোর একই রকম চেহারাও ছিল না।

আমরা ইতিহাসে এরকম ব্যবস্থা দীর্ঘকাল দেখেছি যেখানে মানুষের অধিকাংশ ছিলেন দাস, তাদের কেনাবেচা করা যেতো। দাসমালিকরাই সেখানে ক্ষমতাবান ছিলেন এবং সকল অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানাও ছিল তাদেরই হাতে। যুদ্ধে পরাজিত হলে দাস হতে হতো। প্রাচীন গ্রীসে যে সময় বিখ্যাত নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় সে সময়ও সেখানে দাসব্যবস্থাই ছিল। আরব দেশে ইসলাম প্রবর্তনের সময়ও আমরা দাস ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখতে পাই। আমাদের উপমহাদেশে অবশ্য ঠিক এরকম দাস ব্যবস্থা ছিল না তবে এখানে খুব শক্তিশালী ভাবে যে ব্যবস্থাটি দীর্ঘকাল ধরে ছিল এবং এখনও অনেকক্ষেত্রে আছে সেটি হল বর্ণপ্রথা। এই প্রথায় জন্মগতভাবে একজনের সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়ে যায়। তার মেধা বা যোগ্যতা এখানে গৌণ।

দাস ব্যবস্থার পর আমরা যে ব্যবস্থা দেখি সেটিকে সাধারণভাবে সামন্তবাদ বলে। এই ব্যবস্থায় ভূস্বামী অর্থাৎ ভূসম্পদের বড় বড় মালিকরাই সমাজে সবচাইতে ক্ষমতাবান। অন্যদিকে বেশিরভাগ মানুষ জমিতে কাজ করেন খাজনার বিনিময়ে, প্রজা হিসেবে বা ভূমিদাস হিসেবে। এই ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে জমিদারী ব্যবস্থাও বলা যায়। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থার রূপ আবার পুরো ইউরোপের মতো ছিল না। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, পুরনো ভারতবর্ষে ব্যক্তিমালিকানাও ইউরোপের মত ছিল না। এখানে রাজা-বাদশা বা সম্রাটদের হাতে ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত। তাদেরকেই সকল ভূমির

মালিক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অনেকে এই সমাজকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাজও বলেন। বিভিন্ন ভূস্বামী রাজার প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করতেন।

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রক্রিয়া শুরু হয় সপ্তদশ শতক থেকে। এই শিল্প বিপ্লবের প্রক্রিয়াতেই ক্রমে উনিশ শতকের মধ্যে ইউরোপে পুঁজিবাদ একটি ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থাকে অনেক সময় 'বাজার অর্থনীতি' বলা হয়। এই ব্যবস্থার মধ্যেই বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলের মানুষ তখন বসবাস করছেন। আমরা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করবো কিংবা তত্ত্ব বিশ্লেষণ করবো সেটি এই ব্যবস্থাই। সেজন্য এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে। সংক্ষেপে এর বৈশিষ্ট্যগুলো হল নিম্নরূপ:

১. উৎপাদন যন্ত্র ও পুঁজির উপর ব্যক্তি মালিকানা।
২. ব্যক্তিস্বার্থকে মূল গুরুত্ব প্রদান।
৩. মানুষের শ্রমশক্তিসহ সবকিছুর কেনাবেচার দ্রব্য বা পণ্য হিসেবে আবির্ভাব।
৪. বাজারকে লক্ষ্য করে, মুনাফার সর্বোচ্চকরণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পার্থক্য

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি মানুষের ইতিহাসে অনেকরকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে। এসব ব্যবস্থার অনেকগুলোই এখন অতীত কিন্তু বর্তমানে আমরা যেসব ব্যবস্থা দেখছি সেগুলো অতীতের বিভিন্ন ব্যবস্থা পার হয়েই এসেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু রেশও আছে।

স্যামুয়েলসন বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কি, কেন এবং কার জন্য উৎপাদন হয় তা নিয়ে আলোচনা করেছেন যা বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ করা হয়। তিনি এই আলোচনা করতে গিয়ে অতীতের ব্যবস্থাগুলো বিবেচনা করেননি। বর্তমান সময়ে বিরাজমান ব্যবস্থাগুলোকে তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন:

১. বাজার অর্থনীতি
২. নির্দেশমূলক অর্থনীতি এবং
৩. মিশ্র অর্থনীতি।

তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বাজার অর্থনীতি মানে হল অবাধ অর্থনীতি যেখানে বাজার দ্বারাই সবকিছু নির্ধারিত হয়, সরকারের কোন ভূমিকা থাকে না। আর তাঁর ব্যাখ্যায় মিশ্র অর্থনীতি হল সেই অর্থনীতি যেখানে বাজার অর্থনীতি থাকবে কিন্তু সরকারের ভূমিকাও থাকবে। আসলে প্রথম ধরনের অর্থনীতির কোন অস্তিত্ব বিশ্বে নেই। যাকে স্যামুয়েলসন মিশ্র অর্থনীতি বলেছেন সেটাই বর্তমান বিশ্বে 'বাজার অর্থনীতি'র বাস্তব চেহারা।

যাকে স্যামুয়েলসন মিশ্র অর্থনীতি বলেছেন সেটাই বর্তমান বিশ্বে 'বাজার অর্থনীতি'র বাস্তব চেহারা।

স্যামুয়েলসন নির্দেশমূলক অর্থনীতি বলতে বুঝিয়েছেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে ভিন্নভাবে কিংবা তাদের কর্তৃত্বের বাইরে যেসব অর্থনীতি দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছিল সেগুলোকে। এগুলোকে অনেকসময় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও বলা হয়। এগুলোকে নির্দেশমূলক না বলে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি বলাই ঠিক। কারণ এসব অর্থনীতিতে ব্যক্তির বা সরকারের নির্দেশ নয় একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার অধীনে অর্থনীতি পরিচালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্দেশমূলক অর্থনীতি সেগুলোকে বলা যায় যেগুলোতে রাষ্ট্রপ্রধান বা কতিপয়ের নির্দেশেই সবকিছু পরিচালিত হয়। সামরিক শাসন বা বেসামরিক স্বৈরশাসন বা রাজতন্ত্রশাসিত ব্যবস্থাতেই এরকম অর্থনীতি দেখা যায়। স্যামুয়েলসন এই ধরনের অর্থনীতি সম্পর্কে কিছু বলেননি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই অর্থনীতিগুলোও (মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্র শাসিত বা ল্যাটিন আমেরিকা-আফ্রিকা-এশিয়ার স্বৈরশাসন নিয়ন্ত্রিত) বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বা কথিত বাজার অর্থনীতির সঙ্গেই সম্পর্কিত।

নিচের ছকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কি, কেন এবং কার জন্য উৎপাদন হতো এবং হয় তার একটি সার সংক্ষেপ উপস্থিত করা হয়েছে। এখানে সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পার হয়ে এসেছেন সেগুলোর প্রধান কয়েকটি ধরনে কেন্দ্রীয় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। এখানে আদি যৌথ ব্যবস্থা বলতে বোঝানো হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভবের পূর্বে মানুষের দীর্ঘ

সময়কালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে মানুষ সবাই মিলেমিশেই সবার প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছু করতো। প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলতে পুঁজিবাদের উদ্ভবের আগে বিদ্যমান একাধিক ব্যবস্থাকে একসঙ্গে বোঝানো হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে: দাসব্যবস্থা, সামন্ত ব্যবস্থা, এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা। এগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো : ব্যক্তি মালিকানা সবগুলো সমাজেই কেন্দ্রীভূত আকারে আছে কিন্তু এর কোনটিই পুঁজিবাদ নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলতে যা বোঝানো হচ্ছে সেটিই বিভিন্ন অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থে বাজার অর্থনীতি বলে আমরা দেখতে পাই। পুঁজিবাদ-উত্তর ব্যবস্থা হিসেবে যা বলা হয়েছে তা কোথাও কোথাও সমাজতন্ত্র কোথাও সাম্যবাদ নামে অভিহিত হয়। অন্যান্য ব্যবস্থা যেমন হাজার বা শতশত বছর পার হয়েছে সেরকম এই ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এখনও ঘটেনি। এর কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা দেখেছি। যার মধ্যে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোই আছে এবং অনেকগুলো দেশ আবার পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করছে।

ছক ২ : বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কি, কেন এবং কার জন্য উৎপাদন

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	কি উৎপাদন	কিভাবে উৎপাদন	কার জন্য উৎপাদন
আদি যৌথ ব্যবস্থা	যৌথ প্রয়োজনের দ্রব্যাদি	প্রাপ্ত প্রযুক্তি	সবার জন্য
প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবস্থা	ভোগ ও খাজনার জন্য	প্রাপ্ত প্রযুক্তি	নিজেদের ভোগ/ মালিকদের খাজনা
পুঁজিবাদ বা বাজার অর্থনীতি	বিক্রিযোগ্য পণ্য	ন্যূনতম ব্যয় ও উচ্চ উৎপাদনের প্রযুক্তি	ক্রয় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
পুঁজিবাদ-উত্তর সামাজিক মালিকানার ব্যবস্থা	সামাজিক প্রয়োজনের দ্রব্যাদি	ন্যূনতম ব্যয় ও উচ্চ উৎপাদনের প্রযুক্তি	সবার জন্য

সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় ও বিতরণকে কেন্দ্র করে মালিকানা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাকেই বোঝায়। এর মধ্যেই মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কাজ করে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোকে স্যামুয়েলসন তিন ভাগে ভাগ করেছেন- ক. বাজার অর্থনীতি; খ. নির্দেশমূলক অর্থনীতি; ও গ. মিশ্র অর্থনীতি। এই ভাষ্য অনুযায়ী বাজার অর্থনীতি হল অবাধ অর্থনীতি যেখানে বাজার সবকিছু নির্ধারণ করে, সরকারের কোন ভূমিকা থাকে না। মিশ্র অর্থনীতিতে বাজার অর্থনীতি থাকবে কিন্তু সরকারের ভূমিকাও থাকবে। আর নির্দেশমূলক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রপ্রধান বা কতিপয়ের নির্দেশেই সবকিছু পরিচালিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মিশ্র অর্থনীতিতে-
   ক. বাজার দ্বারা সবকিছু নির্ধারিত হয়, সরকারের কোন ভূমিকা থাকে না।
   খ. সরকার সবকিছু নির্ধারণ করে।
   গ. বাজার অর্থনীতি থাকবে কিন্তু সরকারের ভূমিকাও থাকবে।
   ঘ. রাষ্ট্র প্রধান বা কতিপয়ের নির্দেশে সবকিছু পরিচালিত হয়।

২. পুঁজিবাদ বা বাজার অর্থনীতিতে কি উৎপাদিত হয়?
   ক. ভোগ ও খাজনার জন্য দ্রব্য খ. যৌথ প্রয়োজনের দ্রব্য
   গ. সামাজিক প্রয়োজনের দ্রব্য ঘ. বিক্রিযোগ্য দ্রব্য

৩. ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের প্রক্রিয়া শুরু হয় কবে?
   ক. দুই হাজার বছর আগে খ. সপ্তদশ শতকে
   গ. ইন্টারনেটের সঙ্গে ঘ. এই শতকে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়?

২. পুঁজিবাদ বা বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়? অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্নরকম হয় কেন?

২. এ পর্যন্ত মানব সমাজে কি কি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেখা গেছে? পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

৩. অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তিনটি প্রধান সমস্যা কি কি? বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই সমস্যাগুলো কিভাবে দেখা যায়?

পাঠ - ৩

অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাজন

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –
- ◆ *অর্থশাস্ত্রের বস্তুবাচক ও নীতিবাচক বিভাজন*
- ◆ *অর্থশাস্ত্রে নীতি নৈতিকতা বা মতাদর্শের জায়গা নিয়ে প্রশ্নসমূহ*
- ◆ *ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক বিভাজন*

অর্থশাস্ত্রে বস্তুবাচক ও নীতিবাচক বিভাজন

যে দিকটি বিশেষভাবে গুরুতর সেটি হল অর্থশাস্ত্রে মতাদর্শ (ideology), মূল্যবোধ (value) বা নীতিনৈতিকতার (ethics) প্রশ্ন।

অর্থশাস্ত্র বিশ্লেষণে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেক রকম মতপার্থক্য আমরা দেখেছি। এরমধ্যে যে দিকটি বিশেষভাবে গুরুতর সেটি হল অর্থশাস্ত্রে মতাদর্শ (ideology), মূল্যবোধ (value) বা নীতিনৈতিকতার (ethics) প্রশ্ন। অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ মনে করেন যে, তাঁদের কোনরকম মতাদর্শ বা মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হওয়া ঠিক নয়। তাঁরা মনে করেন যে, অর্থনীতিবিদদের কাজ হল শুধুমাত্র বাস্তবতা ঠিক যেভাবে আছে তাকে ঠিক সেভাবে দেখা এবং তার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা। যেমন, বেসরকারীকরণ করা হলে উৎপাদন বাড়বে কিনা, ন্যূনতম মজুরি চালু করলে তা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে কিনা, ক্ষুদ্রঋণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বাড়াচ্ছে কিনা ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য, এই কার্যকারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলো সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তথ্য সংগ্রহ করে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর। এই অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, এসব সম্পর্কে নীতিগত সিদ্ধান্ত কি হওয়া উচিত বা পরামর্শ কিংবা আরও বৃহৎ পরিসরে অর্থনীতি কেমন হওয়া উচিত, সমাজের কার কি পাওয়া উচিত ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত প্রদান অর্থনীতিবিদদের কাজ নয়, এই কাজ রাজনীতিবিদ বা সমাজতাত্ত্বিকদের। তাঁদের দৃষ্টিতে অর্থশাস্ত্র হল মতাদর্শমুক্ত বিজ্ঞান (Value free science)। তাঁরা যে ধরনের অর্থশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ করেন তাকে বলা হয় বস্তুবাচক অর্থশাস্ত্র বা Positive Economics। এর বিপরীতে অন্য অর্থনীতিবিদরা আছেন যাঁরা মনে করেন শুধুমাত্র বাস্তবতা বিশ্লেষণ নয় অর্থনীতিবিদদের একই সঙ্গে কাজ হল অর্থনীতি কোন দিকে যাবে, অর্থনীতিতে কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত দেওয়া। যেমন বেসরকারীকরণ করা উচিত কি অনুচিত কিংবা ন্যূনতম মজুরি চালু করা উচিত কি অনুচিত, অর্থনীতিতে বিনিয়োগ কিরকম হওয়া দরকার, বিতরণ কেমন হওয়া দরকার ইত্যাদি বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান থাকা দরকার। এরা মনে করেন অর্থশাস্ত্রে মতামত, মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গী থাকতেই হবে। কারণ যেহেতু অর্থশাস্ত্র মানুষ ও সমাজ নিয়েই কাজ করে সেহেতু অর্থনীতিবিদেরা মত-নিরপেক্ষ হতে পারেন না। এঁদের প্রস্তাবিত অর্থশাস্ত্রকে বলা হয় Normative Economics বা নীতিবাচক অর্থশাস্ত্র।

অর্থশাস্ত্রে নীতি নৈতিকতা বা মতাদর্শের জায়গা নিয়ে প্রশ্নসমূহ

কিন্তু অর্থশাস্ত্রকে এরকম দুটো ভাগে ভাগ করার মধ্য দিয়েই এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক শেষ হয় না। অর্থশাস্ত্রে মতাদর্শ বা নীতিনৈতিকতার প্রশ্ন আরও কিছু বিষয়কেও বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করে। শুধু দু'ভাগে অর্থশাস্ত্রকে ভাগ করবার বিরুদ্ধেও যুক্তি কম নেই। এই বিষয়গুলোকে উপস্থিত করা যায় নিম্নরূপে:

প্রথমত: অর্থশাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা। এটি মৌলিক বিজ্ঞান নয় যেগুলোতে গবেষণা ও বিশ্লেষণ হয় শুধু গবেষণাগারে।

দ্বিতীয়তঃ অর্থশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ধরন ভিন্ন, যেখানে জীবন্ত মানুষই গবেষণার মূল বিষয়। শুধু এই মানুষ নয়, গবেষণায় বা বিশ্লেষণে আরও আসে এই মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্পদ, সামর্থ ও সমাজ ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ অর্থশাস্ত্রের মানুষ, বিশেষত: আমরা যে ধরনের অর্থনীতিতে বসবাস করি সেখানে আয়, সুযোগ, ক্ষমতা ইত্যাদি দিকে মানুষ বহুভাগে বিভক্ত। শ্রেণীগত পার্থক্য ছাড়াও লিঙ্গীয় (নারী-পুরুষ), বর্ণগত, জাতিগত বৈষম্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিরাজ করছে। শুধু একটি দেশের মধ্যে নয়, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও বিপুল বৈষম্য ও পার্থক্য আছে। সুতরাং কোন একটি একক দিয়ে সবাইকে বোঝানো যায় না।

চতুর্থতঃ বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য ও বৈষম্য থাকার ফলে কোন বিষয়ে প্রাপ্ত ফলাফল বা সিদ্ধান্ত সার্বজনীন হতে পারে না। বস্তুবাচক অর্থনীতির যারা অনুসারী তাদের বিভিন্ন বিশ্লেষণ বা গবেষণায় অনুমিতি গ্রহণ, বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বিশ্লেষণের এলাকা নির্ধারণ ইত্যাদিতে তাই অসম্পূর্ণতা বা পক্ষপাত থাকার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। নীতিবাচক অর্থশাস্ত্রের অনুসারীদের ক্ষেত্রে সমূহ সম্ভাবনা থাকে পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হবার যাতে অর্থনীতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও পক্ষপাতের বিপদ থাকতে পারে।

পঞ্চমতঃ সমাজ বিজ্ঞান বলেই এখানে মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকে। তবে অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্লেষণে বস্তুনিষ্ঠ থাকা এবং কোন ধরনের পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অবশ্যই যথাযথভাবে সমন্বিত তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সমাজ বিজ্ঞান বলেই এখানে মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকে। তবে অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্লেষণে বস্তুনিষ্ঠ থাকা এবং কোন ধরনের পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অবশ্যই যথাযথভাবে সমন্বিত তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এই বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলে অর্থশাস্ত্রকে বস্তুবাচক ও নীতিবাচক এভাবে ভাগ না করে বরঞ্চ ভাগ করা যায় এভাবে: বস্তুনিষ্ঠ অর্থশাস্ত্র (Objective Economics) এবং পক্ষপাতদুষ্ট অর্থশাস্ত্র (Biased Economics)।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক

অর্থনীতির বিশ্লেষণের এলাকা অনুযায়ী অর্থশাস্ত্রকে আবার দু'ভাবে ভাগ করা যায়। দীর্ঘসময় জুড়ে অর্থশাস্ত্র একক ক্ষেত্র হিসেবেই ছিল। ৩০ দশকের মহামন্দার পর থেকেই প্রধানত: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক দুইভাগে ভাগ করে দেখার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিতে থাকে। ১৯৩৩ সালে নরওয়েজিয়ান অর্থনীতিবিদ রেগনার ফ্রিচ (Ragnar Frisch) যিনি জান টিনবারজন (Jan Tinbergen)-এর সঙ্গে যৌথভাবে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান, তিনিই প্রথম অর্থশাস্ত্রের বিভাজন বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেন "micro-dynamics" এবং "macro-dynamics"। সেটিই পরে "microeconomics" বা ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র এবং "macroeconomics" বা সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র হিসেবে পরিচিতি পায়। এর মধ্যে ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র বলতে আমরা সেটিকেই বুঝি যেটি সমগ্র অর্থনীতিকে বিবেচনা না করে একক ভিত্তিক বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেয়। একক ভিত্তিক বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় একক ভোক্তার আচরণ, চাহিদা, আয় ইত্যাদি কিংবা একক উৎপাদন বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, ব্যয়, মুনাফা ধরে বিশ্লেষণ। এই অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণের বিকাশ ঘটে প্রথমে প্রান্তিকতাবাদী নামে পরিচিত Karl Menger, Jevons প্রমুখদের মাধ্যমে এবং পরে আরও কার্যকর ও সুসংগঠিতভাবে Alfred Marshall এর কাজে।

এরপর অর্থশাস্ত্রের যে ধারাটি বিশেষভাবে ৩০ দশক পরবর্তী বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের কাজের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট বর্তমান রূপ পেয়েছে সেটি হল সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র বা Macro Economics। এতে অর্থনীতির বিশ্লেষণ করা হয় সামষ্টিক কাঠামোতে, নির্দিষ্টভাবে জাতীয় পরিসরেই সবকিছু বিবেচনা করা হয়। বিশেষ করে এই অর্থশাস্ত্রে সেসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় যেগুলো সামষ্টিক কাঠামো ছাড়া বিশ্লেষণ করা যায় না; যেমন, জাতীয় আয়, বেকারত্ব, দামস্তর, মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, বাণিজ্য চক্র ইত্যাদি।

হ্যান্ডারসন এবং কোয়ান্ট (James M. Henderson and Richard E. Quandt) এই পার্থক্যকে সংক্ষেপে বলেন এভাবে : "Microeconomics is the study of the economic actions of

individuals and well defined groups of individuals and macroeconomics is the study of broad aggregates such as total employment and national income."

অর্থাৎ ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র হল, ব্যক্তি বা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিসমূহের দলবদ্ধ অর্থনৈতিক আচরণের শাস্ত্র এবং সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র হল মোট কর্মসংস্থান এবংজাতীয় আয়-এর মতো সামগ্রিক বিষয়ের শাস্ত্র।

সারসংক্ষেপ

অর্থশাস্ত্র বিশ্লেষণে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত পার্থক্যের বিশেষভাবে গুরুতর দিকটি হল মতাদর্শ, মূল্যবোধ বা নীতিনৈতিকতার প্রশ্ন। বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য ও বৈষম্য থাকার ফলে কোন বিষয়ে প্রাপ্ত ফলাফল বা সিদ্ধান্ত সার্বজনীন হতে পারে না। সমাজবিজ্ঞান বলেই এখানে মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকে। তবে অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্লেষণে বস্তুনিষ্ঠ থাকা এবং কোন ধরণের পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অবশ্যই তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ত্রিশ দশকের মধ্যেই অর্থশাস্ত্র ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অর্থশাস্ত্রে মতামত বা মূল্যবোধ থাকতেই হবে- এ ধারণা কোন্ অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত?

ক. নীতিবাচক অর্থশাস্ত্র　　খ. বস্তুবাচক অর্থশাস্ত্র
গ. ব্যষ্টিক অর্থনীতি　　ঘ. সামষ্টিক অর্থনীতি

২. কোন্‌টি সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের প্রত্যয়

ক. ভোক্তার আচরণ　　খ. মোট কর্মসংস্থান
গ. চাহিদা　　ঘ. ফার্মের উৎপাদন

৩. ব্যষ্টিক, সামষ্টিক ধারণা প্রথমে কে নিয়ে আসেন?

ক. রেগনার ফ্রিচ　　খ. পল স্যামুয়েলসন
গ. এ্যাডাম স্মীথ　　ঘ. বিল গেটস

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বস্তুবাচক ও নীতিবাচক অর্থশাস্ত্র কি?

২. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র বলতে কি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থশাস্ত্রে বস্তুবাচক ও নীতিবাচক বিভাজন কেন করা হয়? বস্তুবাচক ও নীতিবাচক অর্থশাস্ত্রের পার্থক্য কি?

২. অর্থশাস্ত্রে নৈতিকতা বা মতাদর্শের অবস্থান কি? মতাদর্শ নিরপেক্ষ থাকা এবং বস্তুনিরপেক্ষ থাকার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

পাঠ - ৪

বাজার ও বাজার অর্থনীতি

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –
- ◆ *বাজার ও বাজার অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা*
- ◆ *বাজার অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা নিয়ে ব্যাখ্যা*

বাজার ও বাজার অর্থনীতি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

বাজার বলতে সাধারণত: আমরা একটি স্থান বুঝি যেখানে কিছু না কিছু কেনাবেচা হয়। যেমন: মালিবাগ বাজার, কারওয়ান বাজার। আবার কোন নির্দিষ্ট দ্রব্য কেনাবেচার অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক সময় বাজার শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন: পাটের বাজার খারাপ কিংবা বাড়ির বাজার ভাল ইত্যাদি। বাজার বলতে তাহলে একটি বিষয় বোঝায় তা হল: কেনাবেচা। আর অর্থশাস্ত্রে বাজার বলতে কেনাবেচার জায়গার চাইতেও কেনাবেচার প্রক্রিয়াটির উপরই গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি।

স্যামুয়েলসন তাই বলছেন, "A market is a mechanism by which buyers and sellers interact to determine the price and quantity of a good or service"[৩] অর্থাৎ বাজার বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মধ্য দিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার যোগাযোগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন দ্রব্য বা সেবার পরিমাণ ও দাম নির্ধারিত হয়।

বাজার যদি আদর্শ মডেল অনুযায়ী বিরাজ করে তাহলে তার কাজ হিসেবে সাধারণত: পাঁচটি বিষয়কে বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয়। এগুলো হল:

১. বাজার কোন পণ্যের দাম নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে তার গুরুত্ব নির্ধারণ করে।
২. বাজার উৎপাদনকে প্রভাবিত করে।
৩. বাজার উৎপাদিত দ্রব্য বিতরণকে পরিচালনা করে।
৪. বাজার বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।
৫. বাজার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রবণতা নির্ধারণ করে।

বাজার অর্থনীতি সাধারণত: এমন অর্থনীতিকে নির্দেশ করা হয় যেখানে এই প্রক্রিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এই অর্থনীতি সম্পর্কে আরও বলা হয় যে, এখানে দাম একটি সংকেত হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ দাম উঠানামার উপর ভোক্তা যেমন সে দ্রব্য আর কিনবেন কি কিনবেন না সে সিদ্ধান্ত নেন তেমনি উৎপাদকও উৎপাদন আর অব্যাহত রাখবেন না অন্য কোন কিছু উৎপাদনে চলে যাবেন সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এ সম্পর্কে আরও বলা হয়, বাজার অর্থনীতিতে দাম তথ্য যোগান দেয়, দাম দিকনির্দেশনা দান করে।

বাজার অর্থনীতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মানের প্রধান প্রধান পাঠ্যপুস্তকে যে কাঠামো নির্দেশ করা হয় তার মূল কথা হল, স্যামুয়েলসনের ভাষায়, "In a market economy, no single individual or organization is responsible for production, consumption, distribution and pricing."[৪] অর্থাৎ "বাজার অর্থনীতিতে উৎপাদন, ভোগ, বিতরণ এবং দাম নির্ধারণে কোন একক ব্যক্তি বা সংগঠনের দায়-দায়িত্ব নেই।" স্যামুয়েলসন এরকম বাজার অর্থনীতিকেই বলছেন, 'প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ' (competitive capitalism)। এই কাঠামোর বাজার কিভাবে ভোক্তা ও উৎপাদক এবং বিভিন্ন বাজারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে তা সহজে বোঝানোর জন্য নিচের সম্মিলিত প্রবাহের ছক দেয়া হল।

---

[৩] Paul A, Samuelson and William D. Nordhaus, *Economics,* 16th edition, p 26.

[৪] Ibid, 27

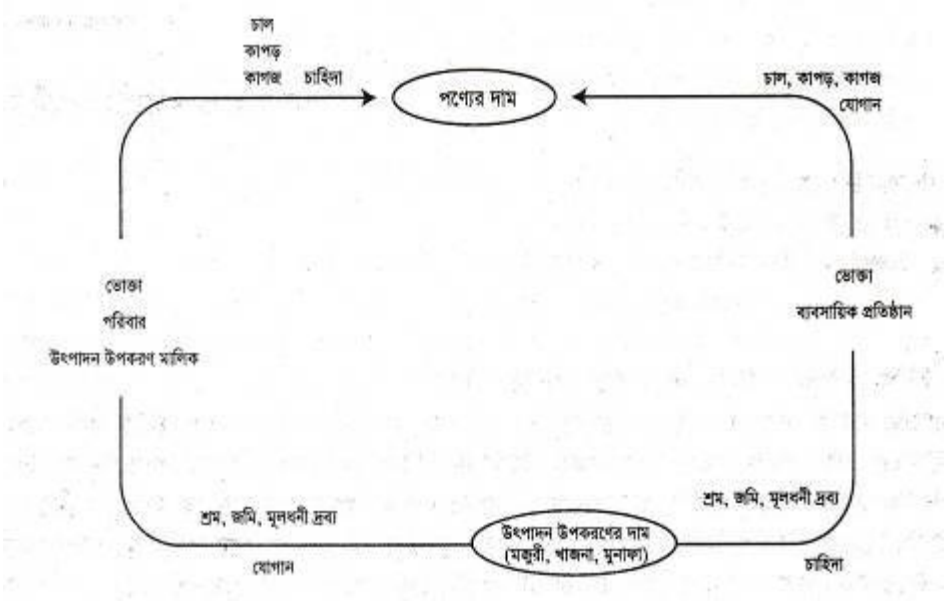

চিত্র ১.২ : উৎপাদন উপকরণ ও পণ্যের সম্মিলিত প্রবাহের চিত্র

উপরের ছকে বাজার প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যেভাবে পণ্য ও উৎপাদন উপকরণের চাহিদা ও যোগান নির্ধারিত হচ্ছে সেটাই দেখানো হয়েছে।

বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজার প্রক্রিয়া যখন কাজ করতে পারে না তখন বাজার সম্পর্কিত প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্তই সেখানে অকার্যকর হয়ে পড়ে।

কিন্তু আমরা বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন অবস্থাই প্রত্যক্ষ করি। কেননা সমস্যা দেখা দেয় তখনই অর্থাৎ বাজার অর্থনীতিতে বাজার প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনই যখন পুঁজিবাদের উল্লেখিত প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। বাজার অর্থনীতি ঠিকমতো কাজ করতে গেলে বা পুঁজিবাদের প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র যথাযথভাবে বজায় রাখতে গেলে সেখানে প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে সম্পদ, পুঁজিসহ সকল ক্ষেত্রে সকল ভোক্তা ও উৎপাদকের সমান প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। বর্তমান বিশ্বে বাস্তবত: এরকম অর্থনীতি খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে বাজার অর্থনীতির সবগুলো শর্ত ঠিকভাবে কাজ করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজার প্রক্রিয়া যখন কাজ করতে পারে না তখন বাজার সম্পর্কিত প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্তই সেখানে অকার্যকর হয়ে পড়ে। এরকম একটি পরিস্থিতিকে বলা হয় বাজারের ব্যর্থতা (Market Failure)। এই ব্যর্থতা সৃষ্টি হবার পেছনে বেশ কিছু কারণ কাজ করে কিংবা আরেকভাবে বলা যায় যে, বেশ কিছু ঘটনা বা প্রক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে, বাজার প্রক্রিয়া কাজ করছে না। এগুলো কি?

এগুলোর মধ্যে আছে :

১. যদি অর্থনীতিতে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়।

একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের হতে পারে, এ সম্পর্কে আমরা পরে আরও আলোচনা করবো। এখন আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান হল এমন প্রতিষ্ঠান যা অন্যদের তুলনায় আনুপাতিকভাবে অনেক বেশি সম্পদ, বাজারের উপর কর্তৃত্ব, উৎপাদনের পরিসীমা নিয়ে কাজ করে। এরকম প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটলে সেখানে অন্যদের পক্ষে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় না। ফলে দিনে দিনে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার সীমা আরও বেশি বিস্তৃত হয় এবং তাতে প্রতিযোগিতার সুযোগ আরও সংকুচিত হয়। এই অবস্থা বিশ্বের সব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতেই দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, স্যামুয়েলসনের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ বাণিজ্য

প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু সম্পদ ও বিক্রি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা, ব্যাপ্তি ইত্যাদিতে মাত্র কয়েকশ' বৃহৎ কর্পোরেশন পুরো মার্কিন অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি আরও বলেছেন, আইবিএম, জেনারেল মটরস্ কিংবা এক্সন-এর মতো বিশাল প্রতিষ্ঠানগুলোতে লক্ষ লক্ষ শেয়ারহোল্ডার আছেন, কাগজপত্রে মালিক হলেও যাদের সংস্থার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, সংস্থা পরিচালনা করে ম্যানেজারেরা।[৫]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু সম্পদ ও বিক্রি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা, ব্যাপ্তি ইত্যাদিতে মাত্র কয়েকশ' বৃহৎ কর্পোরেশন পুরো মার্কিন অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২. যদি এমন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় যাতে বিনিয়োগ খুব লাভজনক কিন্তু যার সামাজিক ব্যয় অত্যন্ত বেশি।

সামাজিক ব্যয় মানে এমন সব স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি বা ব্যয় যা পুরো সমাজকেই বহন করতে হয়। এর মধ্যে আছে সেসব কারখানা বা বিনিয়োগ যেগুলো পরিবেশ (বায়ু, পানি, মাটি ইত্যাদি) দূষণ করে, সেসব বিনিয়োগ যেগুলো সমরাস্ত্র, মাদকদ্রব্য কিংবা অন্যান্য ক্ষতিকর দ্রব্যাদি উৎপাদন করে। এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যেহেতু লাভজনক সেহেতু বাজার তাকে উৎসাহিত করে, এর সামাজিক ব্যয় বা বহি:স্থ প্রতিকূল প্রভাব (negative externality) বাজারের নিয়মে ধর্তব্য নয়। কিন্তু এসব বিনিয়োগ শুধু যে সামাজিক দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি ক্ষতির কারণ হয় তাই নয়, এসব বিনিয়োগ অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ থেকে সম্পদ প্রত্যাহার করে। বিশ্বে সমরাস্ত্র উৎপাদনে যে দেশ শীর্ষস্থানে আছে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই এক প্রেসিডেন্ট একবার বলেছিলেন, "প্রতিটি বন্দুক, প্রতিটি যুদ্ধজাহাজ, প্রতিটি রকেট, প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছ থেকে চুরি করে তৈরি যারা ক্ষুধার্ত, যাদের খাবার নেই।"[৬]

"প্রতিটি বন্দুক, প্রতিটি যুদ্ধজাহাজ, প্রতিটি রকেট, প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছ থেকে চুরি করে তৈরি যারা ক্ষুধার্ত, যাদের খাবার নেই।

৩. যদি সামষ্টিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়।

এটা হতে পারে লেনদেন-ভারসাম্যজনিত সমস্যা থেকে, হতে পারে মন্দা বা সমৃদ্ধির বাণিজ্য চক্র থেকে, হতে পারে মুদ্রাস্ফীতি বা বেকারত্বের অবস্থা থেকে। অভিজ্ঞতায় সর্বত্রই দেখা গেছে যে, বাজার নিজে নিজে এসব সমস্যার সমধান করতে পারে না বা এসব সমস্যা সৃষ্টির পথও বন্ধ করতে পারে না।

বলে নেয়া দরকার যে, মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির এসব অবস্থাকে বাজারের ব্যর্থতা বলে অভিহিত করে না। এই ধারার মতে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ক্রমান্বয়ে একচেটিয়ার উদ্ভব, বিপুল সামাজিক ক্ষতি, ধ্বংসাত্মক খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বেকারত্ব, বাণিজ্য চক্র ইত্যাদি অনিবার্যভাবেই ঘটে।

সারসংক্ষেপ

বাজার বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মধ্য দিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার যোগাযোগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন দ্রব্য বা সেবার পরিমাণ ও দাম নির্ধারিত হয়। আর বাজার অর্থনীতি সাধারণত: এমন অর্থনীতিকে নির্দেশ করা হয় সেখানে উৎপাদন, ভোগ, বিতরণ এবং দাম নির্ধারণে কোন একক ব্যক্তি বা সংগঠনের দায়-দায়িত্ব থাকে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজার প্রক্রিয়া যখন কাজ করতে পারে না তখন বাজার সম্পর্কিত প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্তই সেখানে অকার্যকর হয়ে পড়ে, যা বাজারের ব্যর্থতা (Market failure) নামে পরিচিত।

[৫] Samuelson and Nordhaus, *Economics,* 15h edition, pp 101-2

[৬] "Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a theft from who hunger and are not fed" President Dwight D. Eisenhower, উদ্ধৃত Ibid, 9.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অর্থশাস্ত্রে বাজার বলতে বোঝায়-
   ক. এমন এক প্রক্রিয়া যা শুধুমাত্র ক্রেতার ভোগের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়।
   খ. এমন এক প্রক্রিয়া যা শুধুমাত্র বিক্রেতার পণ্যের যোগানের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়।
   গ. এমন এক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার যোগাযোগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ ও দাম নির্ধারিত হয়।
   ঘ. এমন এক প্রক্রিয়া যা ক্রেতার বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভোগের পরিমাণ নির্ধারিত করে।

২. পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজারের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হচ্ছে-
   ক. বিনিয়োগ বৃদ্ধি লাভজনক হলেও সামাজিক ব্যয় বেশি।
   খ. সম্পদ ও পুঁজিতে ভোক্তা ও উৎপাদকের সমান প্রবেশাধিকার থাকে।
   গ. সামাজিক ব্যয় অত্যন্ত কম।
   ঘ. শেয়ার হোল্ডার যৌথভাবে সংস্থা পরিচালনা করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. 'প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ' বলতে কি বোঝায়?

২. অর্থনীতিতে যদি এমন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় যাতে বিনিয়োগ খুব লাভজনক কিন্তু যার সামাজিক ব্যয় বেশি, তাহলে কি হতে পারে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাজার কাকে বলে? বাজার কি কি ভূমিকা পালন করে? বাজার অর্থনীতি কি? বাজার অর্থনীতিকে আর কোন নামে অভিহিত করা যায়?

২. বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা বলতে কি বোঝায়? বাজার অর্থনীতি কি কি কারণে তার "আদর্শ ভূমিকা" পালন করতে পারে না, আলোচনা করুন।

পাঠ - ৫

বাজারের অক্ষমতা ও সরকার

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –

- ◆ *বাজারের অক্ষমতা ও সরকারের ভূমিকা*
- ◆ *বাজার অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা*

এমন কিছু বিষয়ের দিকে অনেক অর্থনীতিবিদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেগুলো বাজার প্রক্রিয়ায় সমাধান করা সম্ভব হয় না। এরকম বিষয়কে এমন ক্ষেত্র হিসেবে কেউ কেউ বিবেচনা করেন যেখানে বাজার যেতে অক্ষম, তাঁদের ভাষায় এটা হল বাজারের সীমাবদ্ধতা (Limits of market)। এর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল : সামাজিক-অর্থনৈতিক বিবিধ বৈষম্য। এছাড়া জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ও আছে। এক্ষেত্রে 'বাজার অর্থনীতির' নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদ কিভাবে বিষয়টি দেখেন সেটা এখানে উল্লেখ করি। তিনি, স্যামুয়েলসন. বলেছেন : "প্রকৃতপক্ষে বাজারে কি এরকম কোন অদৃশ্য হস্ত আছে যেটি যার পাবার কথা তাকে তা পাওয়া নিশ্চিত করে? অথবা যিনি দীর্ঘ সময় কাজ করেন তিনি কি একটি শোভন জীবনমান পাবেন এখানে? না। ... ... অবাধ অর্থনীতিতে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থেকে জন্ম নিতে পারে ব্যাপক বৈষম্য, দেখা দিতে পারে অপুষ্ট শিশু যাদের থেকে আরও অপুষ্ট শিশুর জন্ম হতে থাকবে এবং ক্রমান্বয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আয় ও সম্পদের বৈষম্য আরও গভীর হতে থাকবে।"[৭]

প্রকৃতপক্ষে বাজারে কি এরকম কোন অদৃশ্য হস্ত আছে যেটি যার পাবার কথা তাকে তা পাওয়া নিশ্চিত করে? অথবা যিনি দীর্ঘ সময় কাজ করেন তিনি কি একটি শোভন জীবনমান পাবেন এখানে? না।

বাজার অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজারের ভূমিকাই যে প্রধান তা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু এরকম একটি অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা কি হবে, সরকারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কতটা হবে সেটা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য আছে। এরকম অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা নিয়ে যেসব মতামত আছে সেগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হল :

- ❑ অর্থনীতিতে সরকারের কোন ভূমিকাই থাকা ঠিক নয়।
- ❑ অর্থনীতিতে সরকারের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা থাকা উচিত।
- ❑ অর্থনীতিতে সরকারের নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব, যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কিংবা অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা উচিত।

নিচে এই ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১. অর্থনীতিতে সরকারের কোন ভূমিকাই থাকা ঠিক নয়।

এই মতের যারা অনুসারী তাঁরা মনে করেন, সরকারের ভূমিকা আমলাতন্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে, অপচয় সৃষ্টি করে, উদ্যোক্তাদের কাজে নানারকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সুতরাং অর্থনীতিতে সরকারের কোন রকম ভূমিকাই থাকা ঠিক নয়। এই মতের অনুসারীদের মতে বাজার যদি সবরকম নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে তাহলে তা যে কোন সমস্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান করতে সক্ষম। এই মতের অনুসারীদের বর্তমান নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদ হচ্ছেন মিল্টন ফ্রিডম্যান (Milton Friedman)।

[৭] Is there an invisible hand in the market place that ensures that the most deserving people will obtain their just rewards? Or that those who toil long hours will receive a decent standard of living? NO..... Under laissez-faire, perfect competition could lead to massive inequality, to malnourished children who grow up to produce more malnourished children, and to the perpetuation of inequality of incomes and wealth for generation after generation. পূর্বোক্ত, 15th edition, p 272.

২. অর্থনীতিতে সরকারের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা থাকা উচিত।

এই মতের অনুসারী যারা তাঁরা মনে করেন কোন দেশেই কোন ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়নই তার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচির পক্ষে সক্রিয় সরকারের উদ্যোগী ভূমিকা ছাড়া সম্ভব নয়। তাঁরা মনে করেন, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। এই ধারার অর্থনীতিবিদরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তাঁদের মতে সরকারের ভূমিকা উন্নয়নের অনুকূল না হলে বেসরকারী খাতও সেখানে উন্নয়ন করতে পারে না। ৩০ দশকের মহামন্দায় বাজারের অক্ষম অবস্থা এবং সরকারের অপরিহার্য ভূমিকা এখানে একটি শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে উপস্থিত করা হয়। সাম্প্রতিক কালে, বিশেষত: ৭০ ও ৮০ দশকে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে, যেগুলোকে কখনও 'অলৌকিক' সাফল্যের দৃষ্টান্ত, কখনও নয়া শিল্পায়িত দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে বহু বছর সেখানে এই সাফল্যে সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৮] যেসব দেশে উদ্যোক্তা সেভাবে বিকশিত হয়নি, বেসরকারী খাত অসংগঠিত সেসব দেশে বাজারের বিকাশ বা পুঁজিবাদী উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা আরও বুঝতে পারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে 'উন্নয়ন অর্থশাস্ত্র' নামে অর্থশাস্ত্রের একটি বিশেষ শাখার দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করলে।

৩. অর্থনীতিতে সরকারের নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব, যেমন আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা কিংবা অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা উচিত।

এই ধারাটিই এখন বেশি শক্তিশালী। প্রথম ধারাটি ৮০ দশক থেকে মধ্য ৯০ দশক পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অধিকতর প্রভাবশালী ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক নানা সংকটের উদ্ভবের কারণে, বিশেষত: ৯৮-৯৯ সালে এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় অর্থনৈতিক ধ্বস আবার সরকারের ভূমিকাকে সামনে নিয়ে এসেছে। বিশ্বব্যাংকে অতি সম্প্রতি প্রথম ধারা থেকে সরে এসে তৃতীয় ধারায় যোগ দেবার উদ্যোগ দেখা গেছে। বিশ্বব্যাংকের সদ্য-সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ (Josef Stiglitz) কিংবা বৃটেনের নেতৃস্থানীয় সমাজতাত্ত্বিক এন্থনী গিডেন্স (Anthony Giddens) একে বলেছেন তৃতীয় ধারা। পল স্যামুয়েলসনকে এই ধারার অন্যতম প্রধান বলা যায়। এই অর্থনীতিকে তিনি বলেন 'মিশ্র অর্থনীতি' (mixed economy)।

সারসংক্ষেপ

অর্থনীতিবিদদের মতে সমাজে কিছু বিষয় আছে যেগুলো বাজার প্রক্রিয়ায় সমাধান করা যায় না। যেমন, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিবিধ বৈষম্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয় ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা, দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য আছে।

[৮] Martin Hart-Landsberg: *The Rush to Development, MR, NY, 1993* Ges Robert Wade : *Governing the Market : Economic Theory and the role of Government in East Asian Industrialization,* Princeton, NJ, 1990.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. 'অর্থনীতিতে সরকারের কোন ভূমিকাই থাকা ঠিক নয়'- এই মতের অনুসারী-
   ক. অমর্ত্য সেন খ. মিল্টন ফ্রিডম্যান
   গ. এন্থনী গিডেন্স ঘ. পল স্যামুয়েলসন

২. জোসেফ স্টিগলিজের মতে-
   ক. অর্থনীতিতে সরকারের কোন ভূমিকাই থাকা ঠিক নয়।
   খ. অর্থনীতিতে সরকারের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা থাকা উচিত।
   গ. আইনশৃংখলা রক্ষা কিংবা অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা পালন করা উচিত।
   ঘ. কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. 'অর্থনীতিতে সরকারের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা থাকা উচিত'- ব্যাখ্যা করুন।

২. অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা নিয়ে তৃতীয় ধারার অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাজার ও সরকারের সম্পর্ক নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্ক হয় কেন? বাজার ও সরকারের কি কি সম্পর্কের ধারণা অর্থশাস্ত্রে রয়েছে? আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

পাঠ - ১ :	১. গ	২. ক	৩. খ
পাঠ - ২ :	১. গ	২. ঘ	৩. খ
পাঠ - ৩ :	১. ক	২. খ	৩. ক
পাঠ - ৪ :	১. গ	২. ক	
পাঠ - ৫ :	১. খ	২. গ	